দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
Thursday 19 November 2009

মানবউন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়

ড. এম. আজিজুর রহমান

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল প্রতিটি বিশ্বে ন্যূনতম জীবন-মান রক্ষাকল্পে প্রয়োজন ন্যূনতম আয় ও উন্নতি, যার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো যায়। বড় বা জনবহুল দেশের সরকারের একার পক্ষে জনসাধারণের এত সব চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। প্রয়োজন বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ এবং বেসরকারিকরণ। চীন, রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু দেশ তাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর নিজ প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য অনেকভাবে চেষ্টা করেছে, যেমন সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রীকরণ, কেন্দ্রীয়তন্ত্রকরণ, শোষক শ্রেণী থেকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি, বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবকাঠামো পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করেছে। কোনভাবেই তারা ন্যূনতম জীবন অর্জনে সফলকাম হতে পারেনি। বরং অঙ্গ রাজ্যগুলোতে উত্থাপিত বিকেন্দ্রিকরণ ও স্বাধীনতার দাবিতে তাদের সরকারকে হোঁচট খেতে হয়েছে। কালের দাবিতে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছে। উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি, উন্মুক্ত সংস্কৃতি, উন্মুক্ত রীতিনীতি, কার্যকলাপ ও কর্মসূচি ইত্যাদি। নবেল বিজয়ী খ্যাতনামা প্রফেসর অমর্ত্য সেন ও ইয়েলের গুসটোভরেনির মতে একটি দেশের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে মানব উন্নয়নের স্বার্থে যেসব খাতগুলোর প্রতি উল্লেখযোগ্যভাবে নজর দেওয়া দরকার তা হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ গঠন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পরার হার কমানো, বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সুষম খাদ্য ও পুষ্টি সাধন, চিকিৎসা ও জীবনের আয়ুকাল বৃদ্ধি, নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ন এবং নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি সবকিছুর সমন্বয় সাধনে বাজারভিত্তিক সুখ-ভোগ বৃদ্ধি।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষার হার কম এবং জন্মের হার বেশি। কারণ শিক্ষিত নারীরা শুধু সন্তান লালন-পালনে অধিক সময় ব্যয় করতে চায় না। শিক্ষিত নারীরা গুণগত ও পরিমাণগত জীবনের ভেতরে মানসম্পন্ন জীবনকেই প্রাধান্য দেয় বিধায় তাদের জন্মহার কম। একইভাবে উন্নত দেশগুলোতে জন্মহার ১.২%। উন্নয়নশীল দেশে জন্মহার প্রায় ৪.২০%। অতিসম্প্রতি শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্যপীড়িত উন্নয়নশীল বিশ্বে জন্মহার ৪.২% হ্রাস পেয়ে ২.৮% এ দাঁড়িয়েছে। এখানে বাংলাদেশের জন্য সুখবরটি হল ফলপ্রসূ জনসংখ্যা প্রতিরোধ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিগত পাঁচ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ১.৪৪%-এ দাঁড়িয়েছে। মানব উন্নয়নের বৃহৎ স্বার্থে উন্নত দেশের উন্নয়ন বজায় রাখতে হবে। উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। এ মর্মে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ভেতরে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রয়োগ ও কাজে লাগানো। দেশি-বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতা সমন্বয় করে প্রাকৃতিক ও বাহ্যিক সম্পদ ও মূলধনের গঠন, উন্নয়ন, ফলপ্রসূ বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চা, সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদনের প্রযুক্তি ব্যবহার এবং দেশী-বিদেশী প্রযুক্তির সমন্বয় করে উৎপাদনশীল পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি। ওপরে উল্লেখিত উপকরণগুলোকে বলা হয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চাকা। এর ব্যবহার ছাড়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। উপকরণের সঠিক ব্যবহার নির্ভর করবে শিক্ষা ও মানবসম্পদের সহজলভ্যতা, ক্ষমতা ও দক্ষতার ওপর।

উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় ও মাথাপ্রতি আয় বৃদ্ধি পায়। জন্মহার ও জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বে মানুষ কোন মতে টিকে থাকার মত করে জীবিকানির্বাহ করে। একেই বলে ম্যালথুসিয়ান জনসংখ্যা তত্ত্ব। আফ্রিকা মহাদেশের বেশির ভাগ দেশগুলো ম্যালথুসিয়ান জনসংখ্যা তত্ত্বের নেতিবাচক কারণে আক্রান্ত। উল্লেখিত নবেল বিজয়ীদের মতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির কারণে ২৫ বৎসরে আরও ১০০ কোটি বা প্রতি বৎসরে ৪ কোটি হিসাবে আরও এক বিলিয়ন লোক বিশ্ব জনসংখ্যায় যোগ হয়ে ৬০০ কোটি থেকে ৭০০ কোটিতে দাঁড়াবে। ভবিষ্যতের এই দুর্যোগ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে ফলপ্রসূ জন্ম নিয়ন্ত্রণে আরও সচেতন হতে হবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ, ব্যর্থ পরিবারকে শাস্তি প্রদান, সন্তানাদি জন্মের কোটা প্রদানে আর্থিক সুবিধা, যদি কেউ জন্ম কোটা মানতে অপারগতা প্রকাশ করে বাধ্যতামূলকভাবে তাকে বন্ধ্যাত্বকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ প্রয়োজন। উন্নত ও ধনী দেশগুলোতে জন্ম ও মৃত্যুহার কম। শিশুমৃত্যু অনেক কমে গিয়াছে। পরিবার ও দম্পতিরা স্বেচ্ছায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষিত নারীরা সন্তান লালন পালনে কম সময় দেয়। শিক্ষিত নারীরা অধিক সন্তানের চেয়ে মানসম্পন্ন কম সংখ্যক সন্তান চায়। সন্তানাদির পরিমাণের চেয়ে মানসম্পন্ন অল্প সন্তান তাদের উত্তম বিকল্প। মানসম্পন্ন সন্তান লালন-পালনে পরিবারের সময় ও ভাল আয়ের প্রয়োজন। শিক্ষা ও মাথাপ্রতি আয় বৃদ্ধির ফলে অনেক মধ্য-আয়ের দেশেও জন্মহার কমেছে। যেমন: মেক্সিকো, তাইওয়ান ও কোরিয়া।

মানবসম্পদ ও মূলধন উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই সবকিছুর সমাধান নয়। জনসংখ্যাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপদ পানি পানের ব্যবস্থা সবকিছুকে সামাজিক মূলধন বলা হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যে নিয়ন্ত্রিত রোগ-বালাই বা রোগ-ব্যাধির নিরাময়, সুস্থ শরীর ও মন এবং প্রত্যাশিত পরিবেশের মাধ্যমে সুস্থ সন্তানের জন্মদান, সুষম খাদ্য ও পুষ্টি সাধন, সুখী সমৃদ্ধ ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও পরিবার গঠন ইত্যাদি হলো উৎপাদনশীল মানব সম্পদের পূর্বশর্ত। আবার শিক্ষা দক্ষতা ব্যতীত মানব সম্পদ গঠন করা যায় না। শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমস্যাদি দূর করতে হবে। উৎপাদনশীল শ্রমিক, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্জন ও যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। প্রাকৃতিক ও বাহ্যিক সম্পদকে কাজে লাগানো, শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের ভুল ধরতে পারা এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

> মানবসম্পদ ও মূলধন উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই সবকিছুর সমাধান নয়। জনসংখ্যাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপদ পানি পানের ব্যবস্থা সবকিছুকে সামাজিক মূলধন বলা হয়।

আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশসহ পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের মান ও পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। আমেরিকা, কানাডা, নরওয়ের মত ধনী দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভিত্তি করেই উন্নয়ন করছে। আবার অনেক দেশ যেমন নাইজেরিয়া এবং কঙ্গো যারা প্রশাসনিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত তারা প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার করে। জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে না। দরিদ্র দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে গ্রামীণ, কৃষি অর্থনীতি এবং দারিদ্র্যের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য কৃষি, বীজ, সার, কৃষি-প্রযুক্তি ইত্যাদি উপকরণগুলো দরিদ্র দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। কৃষকদের ভেতর বেশির ভাগই ক্ষুদ্র চাষী। যেসব কৃষক নিজেদের জমিতে চাষ করে শুধু তারা তুলনামূলকভাবে একটু ভাল। উন্নত দেশগুলো জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ২০ ভাগ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করতে পারে। উন্নয়নশীল গ্রামীণ অর্থনীতির দেশগুলো জাতীয় আয়ের মাত্র ৫ ভাগ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। কারণ দারিদ্র্যপীড়িত দেশের জন্মের হার বেশি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা অধিক। উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় আয়ের বেশির ভাগটাই চলে যায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা পূরণ করতে। উদ্বৃত্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ অতি সামান্য। উন্নয়নশীল দেশগুলো অবকাঠামোগতভাবেও অনুন্নত। যেমন সড়ক, মহাসড়ক, ব্রীজ, কালভার্টসহ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার প্রযুক্তি, ইলেকট্রিক্যাল সংশ্লিষ্ট মূলধন সামগ্রী এবং সর্বোপরি সাধারণ ও কৃষি গবেষণা ইত্যাদি। উল্লেখিত খাত সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন প্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশে ধীরগতি এবং সময়সাপেক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই এসব কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব বেসরকারিখাতের পরিবর্তে সরকারিখাতকে বহন করতে হয়। Intellectual Property Right (IPR) সংক্রান্ত কোন আইন থাকা উচিত নয়। গবেষকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান সাপেক্ষে Intellectual Property Right (IPR)-এর পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলো যাতে বিদেশী প্রযুক্তি সহজে আমদানি এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে প্রয়োগ করতে পারে। যেমন-আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশের প্রযুক্তি নকল ও ফলপ্রসূ প্রয়োগ করে জাপান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পায়নের দেশ হতে পেরেছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে পূর্ব এশিয়ার সফল চেষ্টা বিশেষ করে চীন, তাইওয়ান ও আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোর প্রিন্টেড ম্যাটারিয়ালস নকল করে তাদের দেশে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে।

Adaptation of foreign technology is a recipe for the development country। সবকিছু কপি করতে চাইলেই হয় না তার জন্যে প্রযুক্তি বিদ্যায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি দরকার যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহজলভ্য নয়। উন্নয়নশীল দেশে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষি সম্প্রসারণ সেবাদান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ভাল ব্যবস্থাপক তৈরি ইত্যাদি খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকল্পে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। Low incomes lead to low savings; low saving retards the growth of capital; inadequate capital prevents introduction of new machinery and rapid growth in productivity; low productivity leads to low incomes-এটাই হল দারিদ্র্যপীড়িত উন্নয়নশীল দেশের দুষ্টচক্র যা না ভেঙ্গে উন্নয়ন করা সম্ভব না। শিক্ষার হার কম, দক্ষতা কম, প্রযুক্তিবিদ্যার সংকট এবং বিভিন্ন কারণে জনসংখ্যার হার বেশি যারা উন্নতির উদ্বৃত্ত ফসলের সবটাই খেয়ে ফেলে যাকে ম্যালথুশিয়ান জনসংখ্যা তত্ত্ব বলা হয়। ম্যালথুশিয়ান জনসংখ্যা তত্ত্বের ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। সাথে সাথে BIG PUSH investment বা বিনিয়োগের বৃহৎ ধাক্কা প্রয়োগ করে দারিদ্র্যতার দুষ্টচক্র থেকে বের হতে হবে।

[লেখক: ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]